তারিখ ... 15/7/92 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 5 ...

দৈনিক বাংলা

025

দেশে বিদ্যমান কিন্ডার গার্টেন স্কুলের প্রয়োজনীয়তা

নয়ন রহমান

বর্তমানে দেশে বিদ্যমান কিন্ডার-গার্টেন স্কুলগুলো সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য এবং এগুলোর অবলুপ্তির কথা অনেকে বলে থাকেন। আবেগ বা ভাবপ্রবণতার শিকার না হয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে এর অবলুপ্তি নয়, সংস্কার প্রয়োজন।

কিন্ডারগার্টেনের বিরোধিতা যারা করেন তাদের যুক্তিগুলোর মধ্যে সারবস্তু যে নেই তা নয়। কিন্তু এগুলো তুলে দিলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে—এরকম চিন্তা করা খুবই ভুল।

এমন এক সময় ছিল যখন সব কিন্ডারগার্টেন স্কুলেই ইংরেজী মাধ্যম ছিল। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ ফলপ্রসূ হয় না—একথার যথার্থতা স্বীকার করেই বাংলাদেশ সৃষ্টির পর অনেক আলোচনা-সমালোচনার পর স্কুল-কলেজে বাংলা মাধ্যম শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে। এখন দু'একটি বিদেশী সংস্থা পরিচালিত বিদেশী ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য ইংরেজী মাধ্যম স্কুল রয়েছে। এখানে বাংলাদেশী কিছু ছাত্রও পড়াশুনা করে থাকে। তবে তাদের সংখ্যা অতি নগন্য। অবশ্য দু'একটি কিন্ডারগার্টেনে ইংরেজী ও বাংলা উভয় মাধ্যম এখনও চালু রয়েছে।

আমরা ইংরেজী মাধ্যম কিন্ডার-গার্টেনের অবলুপ্তি অবশ্যই চাইব। কেবলমাত্র বিদেশীদের জন্য ইংরেজী মাধ্যম চালু থাকবে এবং কোন বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী এইসব কিন্ডারগার্টেনে ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করতে পারবে না, এরকম নিয়ম করা উচিত। কারণ আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা পুরোপুরিভাবে বাংলা মাধ্যমে চলছে। কিন্ডারগার্টেনের গন্ডি পেরিয়ে ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করে তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক গন্ডি অনায়াসে পার হতে সক্ষম হবে না। তাছাড়া ইংরেজী মাধ্যম প্রথা কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেনে চালু থাকলে তা অন্যান্য কিন্ডারগার্টেনকে উৎসাহিত করবে এবং তাতে দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের মধ্যে বিরূপ মানসিকতার সৃষ্টি করবে। কাজেই বিদ্যমান সকল কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা।

কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার মান অন্যান্য প্রাইমারী স্কুলের তুলনায় যথার্থই উন্নত বলে আমরা মনে করি। এখানে কেবল পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষাই দেয়া হয় না—সাথে সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা, ভদ্রতা, সুন্দর আচার-আচরণ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার প্রতিও বিশেষ নজর রাখা হয়।

এখানে ইংরেজীভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া হয় একথা যেমন সত্য তেমনি বাংলা ও অংক শিক্ষার প্রতিও যথেষ্ট নজর দেয়া হয়।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এবং এসব জাতীয় কৃষ্টি ও চেতনার পরিপন্থী—এধরনের কিছু বক্তব্য মাঝে মাঝে শোনা যায়। আদৌ এগুলো সত্য নয়। তবে কোন বিশেষ কিন্ডারগার্টেনে যদি এধরনের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

সকল কিন্ডারগার্টেনে বাংলা মাধ্যম চালু থাকলে তা জাতীয় শিক্ষা অঙ্গনে কখনও বৈষম্যমূলক দু'টি ধারার জন্ম দিতে পারবে না বলেই আমরা মনে করি।

বর্তমানে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে সেহারে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো শিক্ষাদানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই মহল্লায় মহল্লায় যেসব কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে তা আবেগের বশবর্তী হয়ে তুলে দিলে শিক্ষা সংকট প্রকট আকার ধারণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের অভিমত, দেশে বিদ্যমান কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অবলুপ্তি নয়, সংস্কার প্রয়োজন।

প্রথমত সব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যথোপযুক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন—যাতে এগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারে এবং যাতে শিক্ষাব্যবস্থায় একটা সমতার সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যক্রম চালু করে সকল স্কুলের বেতনের হার একই রকম করা উচিত। অর্থ সরকারী অনুদান যদি এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না দেয়া হয় তাহলে ছাত্রবেতন সকল প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা এবং সর্বোচ্চ সত্তর টাকা ধার্য করে দেয়া উচিত। এইসব স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বেশী হওয়ার কারণে শিক্ষার মান উঁচু—এ ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এছাড়া দেশের সকল কিন্ডারগার্টেনে একই রকম শিক্ষা এবং পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক থাকা আবশ্যক। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি এসব কিন্ডারগার্টেন কিছু বেশী যত্নবান হয়, তাতে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। যেখানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রী (পাস কোর্স কলা বিভাগ) পর্যায়ে ইংরেজী সাহিত্য বাধ্যতামূলক এবং ইংরেজীতে—একমাত্র ইংরেজীতে অকৃতকার্যতার জন্য আমাদের দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই তিনটি পরীক্ষায় অকৃতকার্যের কলংক ললাটে বহন করে, সেখানে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি ছোট বেলা থেকেই গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য। দেখা যায়, কিন্ডার-গার্টেনে লেখাপড়া শেখা ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজীতে বেশ পাকা, ভাষা শিক্ষার ভিত্ত এইসব প্রতিষ্ঠান থেকেই মজবুত করে দেয়া হয়। এটাকে যারা দোষনীয় ভাবছেন, তারা ভুল ভাবছেন। ইংরেজী ভাষাকে যখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ঐচ্ছিক বিষ[য়] হিসাবে গ্রহণ করতে পারবো, কেবল মাত্র তখনই এর গুরুত্ব হ্রাস ক[রা] যেতে পারে নীচের ক্লাসগুলোতে ... র আগে করলে তা হবে মারাত্ম[ক] ভুল—যার মাশুল আমরা দি[চ্ছি] অনবরত।

সবশেষে কিন্ডারগার্টেন স্কু[ল]গুলোর জন্য মহিলা শিক্ষক সব[চেয়ে] উপযুক্ত বলে আমাদের বিশ্বা[স]। কারণ শিশুরা মাতৃস্নেহ ও শ[াসন] দু'টোই মহিলা শিক্ষকদের কাছ [থেকে] পেয়ে থাকে। মায়ের সঙ্গ দুই ব[ছরের] ছেলেমেয়ের জন্য একান্ত কাম্য। ... থেকে তিন-চার ঘন্টা সে যে প্র[তি]ষ্ঠানে কাটায় সেখানে মায়ের [প্রতি]নিধি হিসাবেই শিক্ষিকাকে ... করে। এটা তার সুস্থ ও স্বাভা[বিক] মানসিকতা গঠনেও যথেষ্ট সাহা[য্য] করে।